রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ

সঙ্গীত মানুষের অন্তরের ব্যথা-বেদনা, সুখ দুঃখের ভাব বিনিময় করিবার একটি বড় মাধ্যম। কথা ও সুরের সহমিলন মানব মনে স্বর্গীয় অনুভূতির সঞ্চার করে। তাই বাংলার তথা বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—"আত্মপ্রকাশের জন্য বাঙালী স্বভাবতঃই গানকে অত্যন্ত আপন করে চেয়েছে। এই কারণে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত রীতির একান্ত অনুগত হতে পারিনি। সেইজন্য কানাড়া, আড়ানা, মালকোষ, দারবারি, তোড়ীর বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালীকে কীর্তন সৃষ্টি করতে হোয়েছে··· বাণীর প্রতি বাঙালীর অন্তরের টান; এইজন্যে বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।"

সঙ্গীতের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব শ্রোতার মনে বিস্তার করাইতে হইলে কাব্য এবং সুর একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করা চাই। তবেই গঙ্গা-যমুনা মিলনের মধ্য দিয়া অমৃতের সন্ধাণ পাওয়া যাইবে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অলংকারের বাহুল্য বর্জন করিয়া কাব্যাংশকে মহিমামণ্ডিত করিতে যতটা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুরের প্রয়োজন হইয়াছে ততটাই তিনি তাহার রচিত গানে গ্রহণ করিয়া বাঙালী জাতিকে উপহার দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে বিশ্বকবি ও সুগায়ক। তাহার নিখুঁত শিল্পীসুলভ মননশীলতায় অর্থাৎ কাব্যের উপযোগী সুর সংযোজন করিয়া তিনি সঙ্গীতের অমৃতময় ভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়া বাঙালী জাতি তথা সারা বিশ্বকে উপহার দিয়াছেন। সেইজন্য তাহার গান বিশ্বের দরবারে সমাদৃত। বর্তমানে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, রেডিও, রেকর্ড, টি. ভি., জলসা প্রভৃতি নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার বহুল পরিমাণে হইতেছে। ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহার কিছু কুফলও রহিয়াছে। যেমন রবীন্দ্র সঙ্গীতের রূপের বিকৃতি। ইহা অনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের হাতে পড়িয়া রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর বিকৃতভাবে পরিবেশিত হইতেছে, আবার অতি দক্ষ শিল্পীর হাতে পড়িয়া অনেক সময় শিল্পীর নিজস্য চিন্তাধারা অনুযায়ী আপন আপন গায়কী রীতি আরোপিত হইতেছে। এইরূপভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বকীয়তা নষ্ট হইতেছে। যেমন হিন্দুস্থনী কালোয়াতীর প্রভাবে, অন্যদিকে হিন্দী গীত, পঞ্জাবী টপ্পা, লক্ষ্ণৌর ঠুংরী প্রভৃতি প্রাদেশিক সঙ্গীত রীতির প্রভাব পড়িতেছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই এইরূপ বিকৃতির সূচনা হইয়াছিল। তাই তিনি এক সময় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এখন এমন হয় যে আমার গান শুতে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়।"

কবি অবশ্য জানিতেন যে, তাহার গান চিরকালই তাহার হইয়া থাকিবে না। তিনি শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়কে এই বিষয়ে লিখিয়া ছিলেন—"আমার গানের বিকার প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না।"

শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট অনুযায়ী গান যে কিছুটা প্রভাবিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার গান অপরের মুখে রূপান্তরিত হয় ইহা তিনি চাহিতেন না। এই কারণে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর মত লব্ধ প্রতিষ্ঠ গায়ক একবার রবীন্দ্রনাথের একটি গান রেকর্ড করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে অনুমতি দেন নাই। এই বিষয়ে কবির বক্তব্য "আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা করো। তোমাদের কাছে আমার মিনতি তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়। যেন শুনে আমি আমার গান বলে চিনতে পারি।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহার আশঙ্কা বর্তমানে বাস্তবে প্রমাণিত হইতেছে।

সুর সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা।